শনিবার, ২৭ শে আগস্ট, ২০০৫

আমার কম্পিউটারে হাতেখড়ি

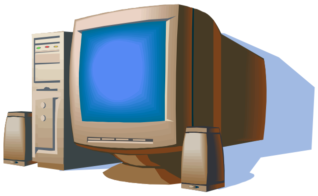

আমি সর্বপ্রথম কম্পিউটার দেখি এবং স্পর্শ করি ১৯৯৭ সালে, মিরপুর রোডস্থ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বিপরীত দিকে অবস্থিত কস্‌মিক কম্পিউটার সেন্টারে। কম্পিউটারের সে সময় আকাশছোঁয়া দাম, আর তাই আমার বাবা-মায়ের সাধ্য হয়নি আমাকে একটি কম্পিউটার কিনে দেবার।

সে সময় আমি সবে মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি। আমাকে দিয়ে কস্‌মিকে প্রথমে ডস ৬.২২ এ বিভিন্ন কমান্ড টাইপ করানো হত। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকতো উইন্ডোজ ৩.১ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টলড করা পিসিগুলোর প্রতি, যা ওখানকার পুরোনো শিক্ষার্থীগণ ব্যবহার করতেন।

তো যাই হোক, এভাবেই একে একে আমাকে শেখানো হলো ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস, ডিবেজ এবং ফক্স-প্রো। এতকিছু শিখতে আমার মাত্র ৮২৫ টাকা খরচ হয়েছিল। আর একেকটা বিষয় শেখানো হয়েছিল মাত্র ৩ থেকে ৪ দিন! আর তাই এতকিছু শিখে ফেলতে আমার একমাসও সময় লাগেনি!!

এরপর ১,২০০ টাকা দিয়ে উইন্ডোজ শেখার কোর্সটিতে ভর্তি হলাম। এবার আমাকে শেখানো হল উইন্ডোজ ৩.১, ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ার পয়েন্ট। এই কোর্সটিরও মেয়াদ আগেরটির মতই ছিল!!!

যেহেতু বাসায় কোন কম্পিউটার ছিল না, তাই বি.কম. এ ভর্তি হওয়ার পর ধীরে ধীরে শেখা জিনিসগুলো সব হজম করে ফেললাম, একটুও বদহজম হয়নি। এরপর ১৯৯৯ সালে নভেম্বরে আমার বড়বোন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে পেন্টিয়াম সেলেরন প্রসেসর বিশিষ্ট একটি কম্পিউটার ক্রয় করে এবং এলিফ্যান্ট রোডস্থ জনাব মোস্তফা জব্বারের সুবর্ণ বিজয়ে (যার এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই) ৬ মাসের গ্রাফিক্স এ্যান্ড মাল্টিমিডিয়ার উপর একটি কোর্সে ভর্তি হয়। আমার বোন ছিল সর্বপ্রথম ব্যাচটির ছাত্রী। বলাই বাহুল্য, কিছুই শেখেনি! না এর জন্য আমি নির্দিষ্ট কাউকে দোষারোপ করছি না।

সে সময় বড় বোনের কম্পিউটারটি আমাদের বাসায় প্রায় বছরখানেক ছিল, আর ওই সময়টা আমি মনের সুখে গেম খেলে আর সিডিতে সিনেমা দেখে কাটিয়েছি। বড়বোনের কোর্স সমাপ্তির পর সে তার কম্পিউটারটি শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গেল আর আমারও গেম খেলা এবং সিনেমা দেখা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল :(

বি.কম. পরীক্ষা দেওয়ার পর ২০০০ সালের শুরুর দিকে ইংরেজী শেখার আশায় ভর্তি হলাম সাত মসজিদ রোডস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের টিচিং সেন্টারে। ওখানেই প্রথম পরিচিত হই ইন্টারনেট জগতের সাথে। টিচিং সেন্টারের তৃতীয় তলায় প্রতিদিন ১ ঘন্টা ফ্রি ওয়েব ব্রাউজিং এর সুযোগ ছিল। ব্রিটিশ কাউন্সিলের শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং পরিবেশ আমার এত ভাল লেগেছিলো যে, আমি পর পর ইন্টারমিডিয়েট-৩ এবং আপার ইন্টারমিডিয়েট-২ কোর্স দু'টো করি।

এরপর বাসায় আমার অবিরাম জেদের কাছে হার মেনে লোন নিয়ে আমাকে কিনে দেওয়া হয় পেন্টিয়াম-৩ মানের ৬০০ মেগা হার্টজ গতি সমৃদ্ধ একটি কম্পিউটার, যা আজও আল্লাহ্‌র রহমতে আমাকে বিশ্বস্ততার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম অবস্থায় পিসির র‍্যাম ছিল ৬৪ মেগাবাইটস, যা এখন ২৫৬ মেগাবাইটস এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ২০ গিগাবাইটস এর হার্ড ড্রাইভটি বদলে দু'টো ৪০ গিগাবাইটস এর হার্ড ড্রাইভ লাগিয়ে নিয়েছি।

তখনও আমি কম্পিউটারে গেম খেলা আর সিনেমা দেখা ছাড়া আর কিছুই করতাম না। ও হ্যাঁ, জায়গা বাঁচানোর জন্য প্রায়ই উইন্ডোজ ৯৮ অপারেটিং সিস্টেমের জরুরী `.ocx` , `.dll`, `.log` ইত্যাদি ফাইলগুলো না বুঝেই মুছে ফেলতাম। এ কারণে নিউ এলিফ্যান্ট রোডের পিসি মার্ট এ প্রায়ই কম্পিউটার নিয়ে ছোটাছুটি করতে হত। একদিন ডেফোডিলে পড়ুয়া পরিচিত এক ছেলে এসে উইন্ডোজ ৯৮ এর উপরেই (ফর্ম্যাট না করে) উইন্ডোজ মিলেনিয়াম অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করে দিলো। পরবর্তীতে আমি আবারও উইন্ডোজ মিলেনিয়াম ইনস্টল করি। এরপর একটি সফটওয়্যারের সিডি থেকে বিইওএস ৫ পারসোনাল এডিশন অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করি। পরবর্তীতে আরও কয়েকবার করা হয়, তবে খুব একটা ব্যবহার করা হয়নি।

২০০১ সালের জুন মাসে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙগুয়েজ শেখার হুজুগে পড়ে মাস্টার্স কিংবা এমবিএ তে ভর্তি না হয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম ধানমন্ডিস্থ এ্যাপটেক কম্পিউটার সেন্টারে। আমার কোর্সটির নাম ছিল হায়ার ডিপ্লোমা ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আর মেয়াদকাল ছিল ২ বছর (যা শেষ হতে প্রায় ৩ বছর সময় লেগেছিলো)। কোর্সের শুরুর দিকে ভালই চলছিলো, ফ্যাকাল্টিদের কোন দূর্বলতা চোখে পড়েনি। একে একে শেখানো হলো কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেস, ফ্রন্টপেজ। এরপর এলো জাভাস্ক্রিপ্ট শেখার পালা, যার ব্যাসিক সিনট্যাক্স এবং প্রোগ্রামিং লজিকগুলো আমাদের ফ্যাকাল্টি বেশ সাফল্যের সাথেই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যদিও ব্যাসিক সিনট্যাক্সগুলো ছাড়া জাভাস্ক্রিপ্টের আর তেমন কিছুই শেখানো হয়নি।

কিন্তু জাভা শুরু হবার পর পরই ফ্যাকাল্টিদের দূর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়লো। এর বেশী কিছু বলতে চাইনা। এ্যাপটেক থেকে তেমন কিছু আর শেখা হয়নি, এসবের মাঝেও দু'জন ফ্যাকাল্টির কাছ থেকে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি। এদের একজন হলেন রেজাউল জলিল স্যার, আর অপর জন হলেন শরীফ স্যার। পরবর্তীতে বাজার থেকে বিদেশী লেখকদের বই কিনে শেখার চেষ্টা করেছি। তারপরও অনেক ফাঁক থেকে গেছে। আসলে ট্রেনিং সেন্টারগুলো প্রোগ্রামিং শেখানোর সময় কখনই শিক্ষার্থীদের প্রবলেম সলভিং, লজিক বিল্ডিং, এ্যানালাইটিক্যাল এ্যাবিলিটি ইত্যাদি বিষয়গুলো উন্নত করার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না। অথচ এই জিনিসগুলো ছাড়া আপনি একজন সত্যিকারের প্রোগ্রামার হতে পারবেন না।

২০০২ সালের শুরু থেকেই বিভিন্ন সাইবার ক্যাফেগুলোতে আমার যাতায়াত শুরু হয়। এদের মধ্যে মিরপুর রোডস্থ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বিপরীত দিকের জানুস সাইবার ক্যাফেতে সবচাইতে বেশী ব্রাউজিং করতে গিয়েছি। একটা সময় আমার কাছ থেকে প্রতি মিনিট ২০ পয়সা করে রাখা হত, যেখানে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য ৩০ পয়সা নির্ধারিত ছিল। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমেই জানতে পারি বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙগুয়েজ আর বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে। ২০০২ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে পান্থপথে অবস্থিত প্রজিটেলের কাছ থেকে মাসিক ৫৭৫ টাকা লাইন রেন্টে আনলিমিটেড নাইট বার্ড ডায়াল-আপ ইন্টারনেট কানেকশন গ্রহণ করি। ব্যবহারের সময় ছিল রাত ১ টা থেকে সকাল ৮ টা পযর্ন্ত। ওদের সার্ভিস এতটাই খারাপ ছিলো যে, গুনে গুনে মাত্র ৬ দিন ব্যবহার করেছি!!!

এর পর পরই ২০০২ সালের আগস্টে বাসায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন গ্রহণ করি এবং ২০০৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারিতে এই ওয়েব সাইটটির যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে এ পযর্ন্ত আর কোথাও কম্পিউটার বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ

নেইনি, আর নেয়ারও কোন ইচ্ছে নেই। যাই হোক, আশা করি কম্পিউটার বিষয়ে যতটুকু শিখেছি বা ভবিষ্যতে যতটুকু শিখবো, তা বই এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমেই শিখতে পারবো। তবে এখনো প্রায়ই কম্পিউটারটাকে বড় বেশী অচেনা লাগে, মনে হয় এখনো কিছুই শেখা হলো না।

এ পর্যন্ত যে সকল ল্যাঙগুয়েজ শেখার চেষ্টা করেছিঃ

পাইথন, পার্ল, রুবী, প্যাসক্যাল, ডেলফি, সি#, ভিজুয়াল ব্যাসিক, ভিজুয়াল ব্যাসিক.নেট, ভিজুয়াল জে++, ভিজুয়াল জে#, জাভা, সিএসএস, এক্সএমএল, এক্সএসএল, জাভাস্ক্রিপ্ট, এইচটিএমএল, এক্সএইচটিএমএল, ভিবিস্ক্রিপ্ট, সি, সি++, ভিজুয়াল সি++, পিএইচপি, এএসপি, এএসপি.নেট, জেএসপি, এক্সপেক্ট ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত যে সকল ডাটাবেজ শেখার চেষ্টা করেছিঃ

এক্সেস, মাই এসকিউএল, এসকিউএল সার্ভার, ভিজুয়াল ফক্স-প্রো, ওরাকল, পোস্টগ্রী এসকিউএল ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত যে সকল ওয়েব সার্ভার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিঃ

এ্যাপাচি এইচটিটিপি ওয়েব সার্ভার, ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভার, পার্সোনাল ওয়েব সার্ভার, জিগ স্ ওয়েব সার্ভার, টমক্যাট সার্ভলেট ইঞ্জিন, সান ওয়ান সিস্টেম ওয়েব সার্ভার ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত যে সকল অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেছিঃ

ডস ৬.২২, উইন্ডোজ ৩.১ / ৯৫ / ৯৮ / মিলেনিয়াম / ২০০০/ এক্সপি / ২০০৩, রেড হ্যাট লিনাক্স ৭.২ / ৯.০, ফেডোরা কোর ১ / ৩ / ৪, বিইওএস ৫ পার্সোনাল এডিশন, ফ্রি বিএসডি ৫.৪, সান সোলারিস ১০ ইত্যাদি।

বর্তমানে আমার এই বুড়ো পিসিতে একই সঙ্গে ৪টি অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা আছে। এগুলো হলো যথাক্রমে উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ২, ফেডোরা কোর ৪, সান সোলারিস ১০ এবং উইন্ডোজ ২০০৩ এন্টারপ্রাইজ সার্ভার সার্ভিস প্যাক ১।

অনেক বিরক্ত করলাম আপনাদের, এবার আসি। যদি কষ্ট করে পুরোটা পড়ে থাকেন, তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে, আপনার ধৈর্য্য আছে!!!

-- মোহাম্মদ আহ্সানুল হক শোভন
ইমেইল: shuvorim@yahoo.com
ওয়েবসাইট: http://www29.websamba.com/shovon